চিরায়ত

গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

KOBI PROKASHANI

গীতাঞ্জলি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা
নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৩৩০ টাকা

Gitanjali by Rabindranath Tagore
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: July 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 330 RS 330 US$ 15
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-2250-08-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
৩১ শ্রাবণ ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

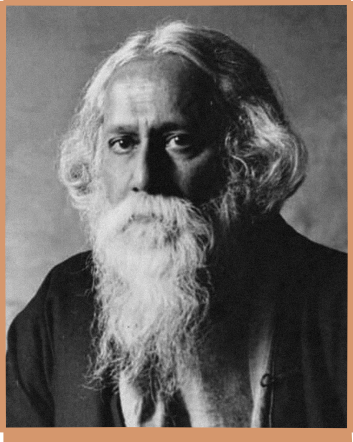

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালির জীবন ও মননের ধ্রুবতারা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী ও উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাঙালির ব্যক্তিত্ব, ভাবনার বিশ্ব আজও ব্যাপ্ত তাঁরই কক্ষপথে। ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠতম পুত্র উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বহুমুখী সৃজনী শক্তিতে হয়ে ওঠেন বাঙালির, বাংলার সাহিত্যের সম্রাট। প্রথম এশীয়, অ-ইউরোপীয় হিসেবে ১৯১৩ সালে জয় করেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। কাব্য, নাটক, গদ্য বা গান—সর্বত্রই তাঁর কিরণ ছিল আলোকবর্তিকার মতো। গড়েছেন লালমাটির দেশে আশ্রম—'বিশ্বভারতী'। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট রবিকবির জীবন অস্তাচলে গেলেও, বাঙালির অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দনে তিনি আজও সত্য, সমকালীন-অনিবার্য।

সূচিপত্র

সূচিপত্রে গানের প্রথম ছত্রের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে, ছেদচিহ্নের পর, তৎসম্পর্কিত প্রচলিত স্বরলিপিগ্রন্থের নির্দেশ দেওয়া গেল।
স্বর = স্বরবিতান। পরবর্তী অঙ্ক উক্ত গ্রন্থমালার খণ্ড-সূচক

অন্তর মম বিকশিত করো। স্বর ২৪ ২০
অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে। স্বর ৩৭ ৪০
আকাশতলে উঠল ফুটে ৬৬
আছে আমার হৃদয় আছে ভরে ১৩৬
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়। শেফালি। গীতিচর্চা ১ ২৩
আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ১২২
আজ বারি ঝরে ঝর ঝর। কেতকী। গীতিচর্চা ১ ৪৫
আজি গন্ধবিধুর সমীরণে। স্বর ৩৮ ৭৪
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। কেতকী ৩৭
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। স্বর ৩৮ ৭৫
আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে। কেতকী ৩৫
আনন্দেরই সাগর থেকে। শেফালি। গীতিচর্চা ১ ২৪
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন। স্বর ৩৭ ৫১
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে। কেতকী ১২১
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা। শেফালি। গীতিচর্চা ২ ২৬
আমার এ গান ছেড়েছে তার ১৫৩
আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু ১১০
আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে ১০৫

রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলি-রচনাকালে। ফোটোগ্রাফ সুপ্রভা রায়ের সৌজন্যে

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে। স্বর ৩৭ ৮৯
আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে ১৬৫
আমার নয়ন-ভুলানো এলে। শেফালি ২৯
আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে ১৭১
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে ১৫৮
আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার। স্বর ২৩ ১৫
আমার মিলন লাগি তুমি। স্বর ৩৭ ৫২
আমারে যদি জাগালে আজি নাথ। কেতকী ১০৭
আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে ১২৬
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই। স্বর ২৪ ১৭
আমি হেথায় থাকি শুধু। স্বর ৩৮ ৪৯
আর আমায় আমি নিজের শিরে ১২৭
আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া। স্বর ৩৮ ৪৪
আরো আঘাত সইবে আমার। স্বর ৩৭ ১১১
আলোয় আলোকময় ক'রে হে। স্বর ৩৮ ৬৩
আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কেতকী ও স্বর ৩৭ ৩৬
আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব। স্বর ৩৭ ৬৪
উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে। স্বর ৩৭ ১৪৬
এই করেছ ভালো, নিঠুর। স্বর ৩৮ ১১২
এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ ১০৩
এই তো তোমার প্রেম, ওগো। স্বর ৩৮ ৪৮
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে। স্বর ৩৭ ৫৯
এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে ১২৪
একটি একটি করে তোমার ৮৪
একটি নমস্কারে, প্রভু। স্বর ৩৮ ১৭৭
একলা আমি বাহির হলেম ১২৫
একা আমি ফিরব না আর ১০৬
এবার নীরব করে দাও হে তোমার। স্বর ৩৭ ৭৯
এসো হে এসো, সজল ঘন। কেতকী ৫৩

ওই রে তরী দিল খুলে। স্বর ৩৭ ৯০
ওগো আমার এই জীবনের ১৪২
ওগো মৌন, না যদি কও ৯২
ওরে মাঝি, ওরে আমার। স্বর ৩৮ ১৬৮
কত অজানারে জানাইলে তুমি। স্বর ২৬ ১৮
কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি ১০৪
কবে আমি বাহির হলেম। স্বর ৩৭ ৮৫
কে বলে সব ফেলে যাবি ১৩৮
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো। কেতকী ও স্বর ৩৭ ৩৩
কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ। স্বর ৩৮। আনুষ্ঠানিক ৭১
গর্ব করে নিই নে ও নাম, জান অন্তর্যামী ১৩৭
গান গাওয়ালে আমায় তুমি ১৮৪
গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি ১৬০
গাবার মতো হয় নি কোনো গান ১৫৭
গায়ে আমার পুলক লাগে। স্বর ৩৮ ৬০
চাই গো আমি তোমারে চাই ১০৯
চিত্ত আমার হারাল আজ। স্বর ১৩ ৯১
চিরজনমের বেদনা ৯৮
ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে ১৩৫
ছিন্ন করে লও হে মোরে ১০৮
জগৎ জুড়ে উদার সুরে। স্বর ৩৭ ৩১
জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। স্বর ৩৭ ৬২
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই। স্বর ৩৭ ১৭৩
জড়িয়ে গেছে সরু মোটা ১৫৬
জননী, তোমার করুণ চরণখানি। স্বর ২৬ ৩০
জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে। স্বর ৩৮ ৩৮
জীবন যখন শুকায়ে যায়। স্বর ৩৮ ৭৮
জীবনে যত পূজা। স্বর ৩৮। আনুষ্ঠানিক ১৭৫
জীবনে যা চিরদিন ১৭৮

ডাকো ডাকো ডাকো আমারে ১১৭
তব সিংহাসনের আসন হতে। স্বর ৩৭ ৭৬
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর। স্বর ৩৭ ১৪৯
তারা তোমার নামে বাটের মাঝে ১০২
তারা দিনের বেলা এসেছিল ১০১
তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে ৭২
তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো। স্বর ৩৮ ৭৭
তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী। স্বর ৩৮ ৩৯
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। স্বর ২৬ ২২
তুমি যখন গান গাহিতে বল ৯৯
তুমি যে কাজ করছ, আমায় ১১৪
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি ১৬৬
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর ১৬১
তোমার দয়া যদি ১৭৪
তোমার প্রেম যে বইতে পারি ৮৬
তোমার সাথে নিত্য বিরোধ ১৮০
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ। শেফালি ২৫
তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার। স্বর ৩৮ ৮২
দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোটো হয়ে ১৪১
দয়া দিয়ে হবে গো মোর। স্বর ৩৭ ৯৬
দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও। স্বর ৩৮ ৫০
দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি ১৮৭
দুঃস্বপন কোথা হতে এসে ১৫৯
দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে। স্বর ৩৭ ১১৩
ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়। স্বর ৩৭ ৪৭
ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা। স্বর ৩৭ ১০০
নদীপারের এই আষাঢ়ের। কেতকী ১৩৯
নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ ১৭২
নামাও নামাও আমায় তোমার ৭৩

নিন্দা দুঃখে অপমানে ১৫৪
নিভৃত প্রাণের দেবতা। স্বর ৩৮ ৭০
নিশার স্বপন ছুটল রে, এই। স্বর ৩৮ ৫৫
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে। স্বর ৩৮ ৫৪
প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত। স্বর ৩৭ ৬১
প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে। স্বর ৩৮ ৪৬
প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন ১৫১
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে। স্বর ২৬ ২১
প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে ১৮৩
প্রেমের হাতে ধরা দেব ১৮১
ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান ১১৯
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি। স্বর ১৩ ৯৫
বিপদে মোরে রক্ষা করো। স্বর ২৫। গীতিচর্চা ২ ১৯
বিশ্ব যখন নিদ্রামগন। স্বর ৩৮ ৮০
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো। স্বর ৩৭ ১১৫
ভজন পূজন সাধন আরাধনা ১৪৭
ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে ১৫২
মনকে, আমার কায়াকে ১৬৯
মনে করি এইখানে শেষ ১৮৫
মরণ যেদিন দিনের শেষে ১৪০
মানের আসন, আরামশয়ন ১৫০
মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে ১২০
মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে। কেতকী ও স্বর ৩৭ ৩২
মেনেছি, হার মেনেছি ৮৩
যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে ১৬৩
যতকাল তুই শিশুর মতো ১৬৪
যতবার আলো জ্বালাতে চাই। স্বর ৩৮ ৯৩
যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু। স্বর ৩৮ ৪১
যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি ১৬৭

যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে। স্বর ৩৮ ৫৮
যাত্রী আমি ওরে। কাব্যগীতি ১৪৪
যাবার দিনে এই কথাটি ১৭০
যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে। স্বর ৩৭ ১১৮
যেথায় থাকে সবার অধম। স্বর ৩৮ ১৩২
যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে ১৬২
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে ১৫৫
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি। স্বর ৩৮ ৬৫
লেগেছে অমল ধবল পালে। শেফালি ২৮
শরতে আজ কোন্ অতিথি। শেফালি। গীতিচর্চা ২ ৫৬
শেষের মধ্যে অশেষ আছে ১৮৬
সংসারেতে আর-যাহারা ১৮২
সবা হতে রাখব তোমায় ৯৪
সভা যখন ভাঙবে তখন ৯৭
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি। স্বর ৩৭ ১৪৮
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে ৮৮
সে যে পাশে এসে বসেছিল। স্বর ৩৮ ৮১
হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে। স্বর ৪৭ ১২৮
হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান ১৩৩
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ। স্বর ৩৭ ১২৩
হেথা যে গান গাইতে আসা আমার। স্বর ৩৮ ৫৭
হেথায় তিনি কোল পেতেছেন ৬৮
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ। স্বর ৩৭ ৪৩

কেতকী, কাব্যগীতি ও শেফালি যথাক্রমে স্বরবিতান গ্রন্থমালার একাদশ ত্রয়স্ত্রিংশ ও পঞ্চাশতম খণ্ড রূপে বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে।

১

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন-মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,

পরানে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

১৩১৩

২

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।
আমি কখনো-বা ভুলি, কখনো-বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে
যাও যে সরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য করে
আধা-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।

১৩১৩

৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর;
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

১৩১৩